অনুরূপা দেবীর

মা

এমকেজি প্রোডাকসন্সের নিবেদন • কালিকা ফিল্মস পরিবেশিত

এম, কে জি, প্রডাকসন প্রাঃ লিমিটেডের নিবেদন

অনুরূপা দেবী রচিত

মা

প্রযোজনা ঃ সুনীল বসু মল্লিক। চিত্রনাট্য ঃ মণি বর্ম্মা। পরিচালনা ঃ চিত্ত বসু। সঙ্গীত ঃ মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। গীতরচনা ঃ শ্যামল গুপ্ত। চিত্রশিল্পী ঃ সুহৃদ ঘোষ। শব্দযন্ত্রী ঃ বাণী দত্ত। শব্দ পুনঃর্যোজনায় ঃ শ্যামসুন্দর ঘোষ। (ইণ্ডিয়া ল্যাবের পক্ষে) সম্পাদনা ঃ রবীন দাস। শিল্পনির্দ্দেশনায় ঃ কার্ত্তিক বসু। রূপসজ্জায় ঃ গোষ্ঠ দাস। সাজসজ্জায় ঃ বৈজরাম শর্ম্মা। প্রচার পরিচালনায় ঃ ফণীন্দ্র পাল। প্রচারশিল্পী ঃ পূর্ণজ্যোতি। স্থিরচিত্রে ঃ ক্যাপস্ ও তারা দাস। পরিচয় লিখন ঃ দিগেন ষ্টুডিও। ব্যবস্থাপনায় ঃ প্রভাত দাস নিরঞ্জন বসু, প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়।

সহকারীগণ

পরিচালনায় ঃ অজিত গাঙ্গুলী, সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়। চিত্রশিল্পী ঃ সুকুমার সী। শব্দযন্ত্রী ঃ ঋষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদনা ঃ অনিল সরকার। ব্যবস্থাপনায় ঃ হরিপ্রসন্ন সরকার।

রূপ সজ্জা ঃ সরোজ মুন্সী।

আবহ সঙ্গীতে ঃ সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা। পটশিল্পে ঃ বলরাম চট্টোপাধ্যায়, নবকুমার কয়াল।

ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত
ও ফিল্মসার্ভিসেস ল্যাবরেটরীতে বিজন রায় কর্ত্তৃক পরিস্ফুটিত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ 'গ্লোব নার্শারী'

পরিবেশনায় ঃ **কালিকা ফিল্মস্ প্রাইভেট লিমিটেড**

দৃশ্যপট নির্ম্মাণে ঃ সতীশ মুখোঃ, সুধীন অধিকারী, পরিতোষ, জগ্‌লু, রামধনি, আসরফিসিং

আলোক নিয়ন্ত্রণে

হরেন গাঙ্গুলী, সুধীর সরকার, কেষ্ট মণ্ডল, অবনী নস্কর, অভিমন্যু দাস, সুদর্শন দসে, দুঃখী অধিকারী, সন্তোষ সরকার, ননী মণ্ডল, ও মারু দাস।

রূপায়ণে

সন্ধ্যারাণী ॥ দীপ্তি রায়

অনুভা গুপ্তা, বিকাশ রায়, ছবি বিশ্বাস, নরেশ মিত্র, অসিত বরণ, অনুপ কুমার, অরুণ, অর্পণা দেবী, সীতা মুখার্জী, মালা বাগ, তারা ভাদুড়ী, শান্তা, আরতিদাস, বেলা সরখেল, সুচন্দ্রা, সত্য বন্দোঃ, জহর রায়, অজিত বন্দ্যোঃ, সন্তোষ সিংহ, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, পার্থ প্রতিম, শ্যাম লাহা, নৃপতি, অনাদি দাস, তমাল লাহিড়ী, জ্যোতি বন্দ্যোপাধায়, সমীরণ, চৌধুরী, শৈলেন মুখার্জি, মিণ্টু, তন্ময়, শ্যামল, বাবলু বন্দ্যোপাধায়, চঞ্চল দাশগুপ্ত, ও নবাগত পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়।

কাহিনী

অসুস্থা স্ত্রীর একান্ত অনুরোধে কন্যা মনোরমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দীননাথ মিত্র বর্দ্ধমান থেকে ভাগলপুরে এলেন বৈবাহিক মৃত্যুঞ্জয় বোসের বাড়ীতে। পুত্র অরবিন্দের বিবাহে যৌতুক হিসাবে প্রচুর প্রাপ্তিযোগের সম্ভাবনা ধনী মৃত্যুঞ্জয় বোসের সফল তো হয়নি উপরন্তু দরিদ্র দীননাথ প্রতিশ্রুত বরপণের টাকাকড়ি দিতে পারেনি। অরবিন্দ নিজে পছন্দ করে মনোরমাকে বিবাহ করেছিল। মনোরমাকে নিতান্ত বাধ্য হয়েই তিনি পুত্রবধূ বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

দীননাথকে নিজের বাড়ীতে পেয়ে মৃত্যুঞ্জয় বসু যৎপরোনাস্তি অপমান করলেন। দীননাথ মেয়েকে নিয়ে বাড়ী ফিরলেল বটে কিন্তু মনোরমা এবাড়ীতে পুত্রবধূর অধিকার হ'তে চিরতরে বঞ্চিত হ'ল।

মৃত্যুঞ্জয় বসু অরবিন্দকে জানালেন যে এ পরিবারের সঙ্গে মনোরমার আর কোন সম্পর্ক নেই। অরবিন্দ এর পর পিতৃবন্ধু মোক্ষদাচরণের কন্যা ব্রজরাণীকে বিবাহ করতে বাধ্য হ'ল। পিতার এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করার ক্ষমতা ছিলনা অরবিন্দের। পরিত্যক্তা মনোরমা তখন সন্তানসম্ভবা ছিল।

সংসারের বিচিত্র নিয়মে ইতিমধ্যে দীননাথ পৃথিবীর দেনা-পাওনা না মিটিয়ে চলে গেলেন পরলোকে। মৃত্যুঞ্জয় বসুর আয়ুও অকস্মাৎ একদিন নিঃশেষ হয়ে গেল। তাঁর মৃত্যুকালে তাঁর বড় মেয়ে শরৎশশী প্রথম পুত্রবধূর ওপর থেকে সমস্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্যে অনুমতি চেয়েছিল কিন্তু ব্রজরাণীর পিতা মোক্ষদাচরণের কাছে মৃত্যুঞ্জয় বসু ও অরবিন্দের আর এক প্রতিশ্রুতি অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। তাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন, মনোরমা বা তার সন্তানকে কোনদিনই তাঁরা গ্রহণ বা স্বীকার করে নিতে পারবেন না।

মৃত্যুঞ্জয় বোসের মৃত্যুর পর মনোরমার আশা ছিল, এবার হয়তো অরবিন্দ নিজে এসে তাকে ও পুত্র অজিতকে নিয়ে যাবে। কিশোর অজিতও প্রথম পিতৃসংস্পর্শ লাভের প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে উঠেছিল। এমন সময় একদিন অশৌচাবস্থা নিয়ে অরবিন্দ এসে মনোরমার বিধবা জননীর নিকট

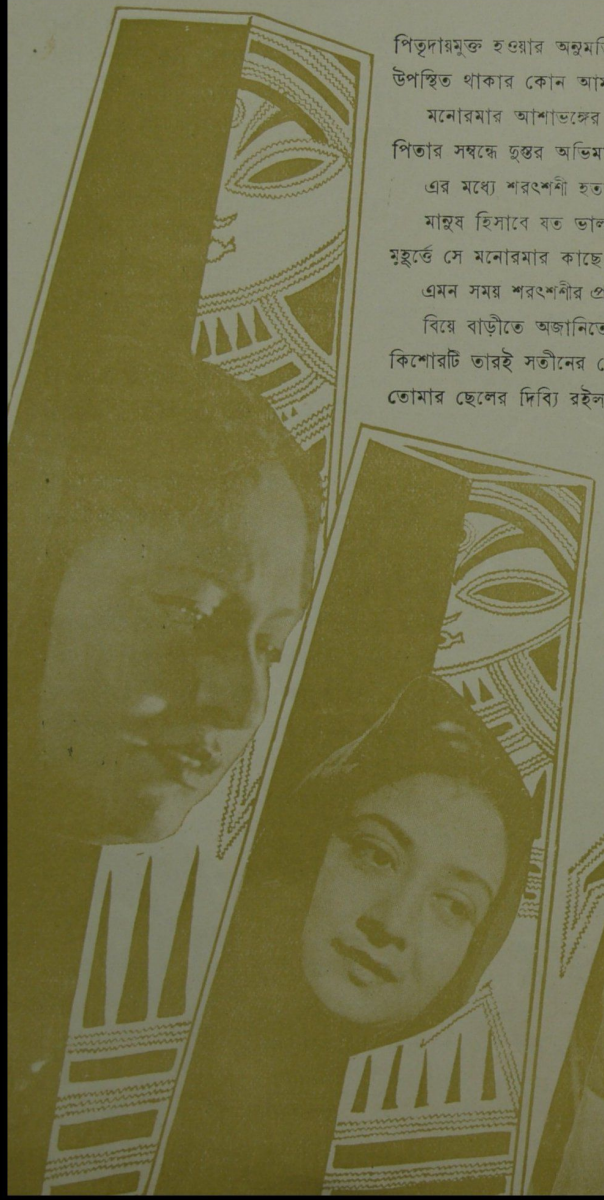

পিতৃদায়মুক্ত হওয়ার অনুমতিটুকু চেয়েই চলে গেল। সেই আসার মধ্যে নিজের স্ত্রী ও পুত্রকে ফিরিয়ে নেওয়ার আভাষ বা তাদের শ্রাদ্ধ-বাসরে উপস্থিত থাকার কোন আমন্ত্রণই ছিল না।

মনোরমার আশাভঙ্গের মনোবেদনা স্বামীর অবস্থা সম্বন্ধে গভীর উপলব্ধি দিয়ে হয়তো কিছুটা প্রশমিত হ'ল। কিন্তু বালক অজিতের হৃদয়ে পিতার সম্বন্ধে দুস্তর অভিমান জমা হয়ে উঠল।

এর মধ্যে শরৎশশী হতভাগিণী মনোরমার সঙ্গে কিছুটা সম্বন্ধ বজায় রেখে চলেছিল প্রতি পূজায় অজিতের জন্যে নতুন জামাকাপড় পাঠিয়ে।

মানুষ হিসাবে যত ভালই হোক, কোন মেয়ের মন সপত্নী-জ্বালা সহ্য করতে পারেনা, তাছাড়া ব্রজরাণীর কোন সন্তান না হওয়ার ফলে প্রতি মুহূর্ত্তে সে মনোরমার কাছে নিজেকে পরাজিত মনে করত।

এমন সময় শরৎশশীর প্রথম কন্যার বিবাহ উপলক্ষে শরৎশশী বর্দ্ধমানে গিয়ে অজিতকে সঙ্গে করে ফিরল। মনোরমা আসতে স্বীকৃত হ'ল না।

বিয়ে বাড়ীতে অজানিতে সন্তানহীনা ব্রজরাণী সপত্নী-পুত্র অজিতের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে জানতে পারল যে এই সুন্দর কিশোরটি তারই সতীনের ছেলে সেই মুহূর্ত্তে সে অসুস্থতার অজুহাতে নিমন্ত্রণ বাড়ী থেকে ফিরে এল। অরবিন্দকে বলল, যদি যাও তাহলে তোমার ছেলের দিব্যি রইল।

অরবিন্দের বুক ভেঙ্গে গেলেও সে নিরুপায়।

কিন্তু এই ঘটনার পর থেকে ব্রজরাণীর মনে এল এক গভীর পরিবর্ত্তন। তার অতৃপ্ত মাতৃহৃদয় কিশোর অজিতের প্রতি এক দুর্নিবার আকর্ষণ বোধ করে। অশান্ত মন নিয়ে ব্রজরাণী অরবিন্দের সঙ্গে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ায়।

তীব্র অভিমান নিয়ে কিশোর অজিত বড় হয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করল। মায়ের অনুরোধে পিতাকে তার এই সাফল্যের সংবাদ জানাল। কিন্তু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অরবিন্দ সে চিঠির কোন জবাব দিলনা।

মনোরমা গয়না বেচে ছেলেকে কলকাতার কলেজে পড়তে পাঠাল। অজিত গিয়ে উঠল কলেজ হোষ্টেলে।

বহুদিন পরে কলেজের বার্ষিক উৎসবে এক নাটকীয় পরিবেশের মাঝে পিতা ও পুত্রে পুনরায় সাক্ষাৎ হ'ল। অরবিন্দ এই উৎসবে সভাপতি হয়ে এসেছিলেন। 'মা' শীর্ষক একটি কবিতা আবৃত্তি করে অজিত পেল পুরস্কার। অরবিন্দের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করিতে গিয়ে অজিত কেন জানিনা পিছিয়ে গেল আর অরবিন্দ পুরস্কার গ্রহণকারীর মুখের দিকে চেয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন।

ঝড়জলের রাত্রে রেনওয়াটার পাইপ বেয়ে চোরের মত অজিত তার অসুস্থ পিতাকে দেখতে গেল। ঘুম ভেঙ্গে গেল অরবিন্দের। অজিত পালাল। বাড়ীর আর সকলে চোর এসেছে বলে হৈ হল্লা করল। শুধু অরবিন্দই জানলেন যে এসেছিল সে চোর নয়।

পরপর কয়েকদিন গভীর রাত্রে হোষ্টেলে ফেরার অপরাধে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অজিতকে হোষ্টেল থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

মনোরমা অত্যন্ত অসুস্থ এই সংবাদ পেয়ে অজিত ফিরে চলেছে বজমানে। এমন সময়ে সে দেখল একটি ল্যাণ্ডোগাড়ীর ঘোড়া দু'টি ক্ষেপে গেছে। গাড়ীর মধ্যে তার বাবা আর সৎমা ব্রজরাণী। নিজের জীবন বিপন্ন করে অজিত ক্ষ্যাপা ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল।

ব্রজরাণী অজিতকে চিনতে পারেন নি। চিনেছিলেন অরবিন্দ। ব্রজরাণী পুরস্কৃত করতে চাইলেন দুঃসাহসিক এই ছেলেটিকে। কিন্তু অজিত বলল, আমি শুধু আমার কর্ত্তব্য করেছি। বলে, ক্ষিপ্রপদে বিদায় নিল।

পরমুহূর্ত্তে ব্রজরাণী অরবিন্দের কাছ থেকে জানতে পারলেন, ছেলেটি আর কেউ নয়, অজিত।

ব্রজরাণীর মায়ের-মনে দেখা দিল উদ্দাম আবেগ। আর কোন বাধা সে মানবে না। এ ছেলে যদি তাকে একবার 'মা' বলে না ডাকে তাহলে বৃথা এ জীবন।

ব্রজরাণীর কামনা কি সার্থক হয়েছিল?

কালিকা ফিল্মস প্রাইভেট লিঃ ৩১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও অনুশীলন প্রেস ৫২, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।

সঙ্গীত

(১)

কী মজা তাইরে নাইরে নাই—
আমার মা জানকী অরণ্যবাস ত্যজ্য
করে যে'
ফিরে যাবেন আবার নিজের রাজ্যি-
পাটেরে আমার মা জানকী—
আর আমার সোণার কুণাভাই রাজা হবেন
আর সেই রাজ্যেরি রাজবাড়ীতে হবরে সেপাই।
এইরে- । এ্যা—!
—আমার নেইতো গোফ
রাজা বলে কেউ মানবে কি—
যখন রাজা বলবে চোপ্—এই চোপ্‌রাও
মানতে হবে—
রাজা মশাই ছোট্ট হলেও রাজার হুকুম
মানতে হবে
নইলে কোটাল মারবে ডাক
এক ডাকেতেই লাগবে তাক
তাক তাক লাগবে তাক
তাক তাক লাগবে তাক
তাক তাক লাগবে তাক।
তার তাই না শুনে শিং নেড়ে যে তাড়া দেবে
মুংলী সোনা গাই,
হাঁ হাঁ ঠিক বলেছ ভাই
সেই রাজ বাড়ীতে খুসী খুসী দিদিমাকেও সঙ্গে
তখন চাই।

তাওতো বটে! এ্যা—!
মাছ ধরা ভাই আরতো চলবে না,
টিপ হাতে সব দেখলে রাজা মশাই বলবে না।
তাহলে কি হবে রাখুনা? পড়তে হবে
আইন কানুনের বইগুলো সব দুপুরে শেষ
করতে হবে
বিকাল বেলা প্রফার কাজ
বিকালবেলা কুচকাওয়াজ
দ্রিম দ্রিম তাক তাক দ্রুম
দ্রিম দ্রিম তাক তাক দ্রুম
দ্রিম দ্রিম তাক তাক দ্রুম।

(২)

ভোর হোল দোর খোল, বুড়ো খোকা ওঠরে—
এক কাপ পেট্রল ভরে নিয়ে মোটরে
এইবেলা খালি আছে চটপট্ ছোটরে।
আরে এটা কোন উৎপাত
এখনো যে চিৎপাত এই কাৎ ঐকাৎ করছে
ওরে জানালাটা খুলে দে কাণ ধরে তুলে দে
মার চাঁটি খুলিটায় জোরসে—
রিহার্শালের আর দেরী নেই বেরাদার
ঝটপট্ গিয়ে সব মোটোরে।
আর নয় গুলজার শুয়ে শুয়ে কোটরে
শুনবে না কথা যে ধর আর পেটরে।
এখনো সোণার চাঁদ হাতে নিয়ে আরাসি
(বাবা চাঁদু উঠে পড় বাবা)
ওটা কি পড়ছ দাদা উর্দ্দু না ফার্সি?
আর করা চলবে না দেরী
বাজে ওই ডিউটির ভেরী।
(আরে) এদিকে যে ফক্কোড় মারছিস চক্কোর
দেব এক ঠোক্কর বুঝবি—
(আরে) ষ্টেজে উঠে বোমকে পিলেটারে চমকে
চারিদিক থমকে খুঁজবি—
তাই বলি কান দাও তারপর যত চাও
প্রাণ ভরে হাততালি লোটরে
গেটসেট ভ্যাবলা পরে টেরী কেটোরে—
ভয় নেই তোর কেউ তুলরে না ফটোরে।

(৩)

বড় আশা ছিলরে— দয়ালরে—
তবু না চিনিলাম আপন জনারে।
কোন অভিমানে গুমরিয়া কাছে গেলাম না
মরি হায়রে—
আপন দোষেরে সেই দরদিয়ার দেখা
পেলাম না।
আঁধার জীবনে যেবা আলো হতে পারে
কি পাপে সে হয়ে গেল শুধু আলেয়ারে।
কেঁদে কেঁদে ফিরে গেল কেন ভালবাসা—
আঁখিজল মিটিলনারে বুকের তিয়াসা।
কোন অভিমানে গুমরিয়া কাছে গেলাম না
আমি ভুলের ফাঁদে পা দিয়েছি
না ভেবে না বুঝেরে
অনুতাপে জ্বলে মলাম এখন তারে খুঁজেরে।

এমকেজির
যে ছবিগুলি
আপনাদের
প্রীত করেছে

ব্রতচারিণী

•

মহাকবি গিরিশচন্দ্র

•

ওগো শুনছো

•

কংস

•

মায়ামৃগ

কালিকা
ফিল্মসের
পরিবেশনে